তারিখ ০৭ JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২
দৈনিক জনকণ্ঠ

বান্দরবানে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

বান্দরবান, ৬জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপক তোড়জোড় চললেও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র পুরোপুরি বিপরীত। শিক্ষক শূন্যতা এবং শিক্ষা কর্মকর্তার অভাবে এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে ১৯৮৭ সালের পর থেকে বান্দরবানে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। ফলে বিগত বছরগুলোতে ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক বিহীন। সহকারী শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে ৮৫টি। ১৯৯৩ সালে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হলেও গত দু'বছরে ১টি শূন্য পদও পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১৯৮৯ সালে তিনটি পার্বত্য জেলায় সীমিত পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসন কাঠামোয় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হওয়ার পর অন্যান্য বেশ ক'টি বিভাগের সাথে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এই পরিষদের কর্তৃত্বে ন্যস্ত হয়। ফলে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিগত বছরেও জনপ্রতিনিধিত্বশীল এই কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চারের কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বরং দিনের পর দিন তা স্থবির হয়ে পড়ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, বান্দরবান জেলায় মোট ২১৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে থানচি থানার দু'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা আছে। বাকি ২১৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ২১৭টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৩৪৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। উল্লিখিত ২১৭টি স্কুলের মধ্যে ৫৬টি স্কুল হচ্ছে ১ শিক্ষক বিশিষ্ট। সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪টি শিক্ষকপদ থাকলেও এই জেলায় কি কারণে অর্ধ শতকেরও বেশি স্কুলকে ১ শিক্ষক বিশিষ্ট রাখা হলো এ প্রশ্নের জবাব শিক্ষা অধিদফতরের স্থানীয় কর্মকর্তাদেরও জানা নেই। এসব স্কুলের একমাত্র শিক্ষক পদটি শূন্য হলে স্কুল চলবে কিভাবে সে ব্যবস্থাও করা হয়নি। বর্তমানে এ ধরনের ৪৪টি স্কুল টিকিয়ে রাখা হয়েছে অন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ধার করে (ডেপুটেশনে রেখে)। অন্য ১২টি স্কুলের প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১৯৮৭ সালে নিয়মানুযায়ী ক্ষমতাবলে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক বেশ ক'টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিলেও রুমা এবং থানচি থানায় নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রায় কেউই কর্মক্ষেত্রে যোগ দেননি। ১৯৮৯ সালে পুনরায় নিয়োগের জন্য জেলা প্রশাসক বিজ্ঞপ্তি জারি করলে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ জেলা প্রশাসকের শিক্ষক নিয়োগ ক্ষমতার বিপক্ষে আপত্তি দেয়। ফলে সরকারী নির্দেশে তা বাতিল হয়ে যায়। দীর্ঘদিন নানা ধরনের সময় ক্ষেপণের পর ১৯৯৩ সালে পর পর দু'বার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও স্থানীয় সরকার পরিষদ শিক্ষক সঙ্কটের কোন সুরাহা করতে পারেনি।

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এবং খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, বান্দরবান সদর থানায় ৪৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য ৩টি। রুমা থানার ৩৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫টিতেই প্রধান শিক্ষক নেই, সহকারী শিক্ষকের পদ খালি ৯টি। বোয়াংছড়ি থানার ২৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টি চলছে প্রধান শিক্ষক বিহীন, সহকারী শিক্ষকের পদ খালি ১৩টি। থানচি থানার ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টিতে প্রধান শিক্ষক নেই, সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে ১৪টি। লামা থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩টি। ৫টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকের পদ খালি ১৬টি। নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় ৩৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ১টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে ২৪টি। আলীকদম থানায় ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে ৬টি।

শহর ও শহরতলির স্কুলগুলো কোন রকমে চললেও প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোতে মাসে ৫/৭ দিনের বেশি ক্লাস হয় না। এছাড়া ক্লাস বাসারও কোন সময়সূচী নেই। শিক্ষকের খেয়ালখুশি মতো স্কুলে আসার পর ঘন্টা বাজালে ছাত্রছাত্রীরা আসে। কর্তৃত্বের অবমূল্যায়নের কারণে এ ধরনের কোন অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা কোন পদক্ষেপ নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে শিক্ষা কর্মকর্তাদের পাল্টা অভিযোগ হচ্ছে— তাঁরা কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রায়শই এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাঁরা জানান, একজন শিক্ষককে এক স্কুল থেকে একই থানার অন্য স্কুলে বদলি করার ক্ষমতাও তাদের নেই। ফলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা কাঠামো প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে।

বান্দরবান জেলার এমন কিছু গ্রাম বা বসতি আছে, যেখানে কোন ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় তাদের স্কুলমুখী করার বিন্দুমাত্র উদ্যোগও নেয়া হয়নি এমন দৃষ্টান্ত এই জেলায় যথেষ্ট রয়েছে।

বান্দরবান জেলা সদর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে চিম্বুক পাড়ায় ৩০টি পরিবার বসবাস করে। এই জনপদে কোন শিশু স্কুলে পা দেয়নি। পাড়ার বর্তমান হেডম্যান পাবলা মুরং জানান, কোন কর্মকর্তা, কর্মী বা জনপ্রতিনিধি শিশুদের স্কুলে দেয়ার কথা কোনদিন তাদের বলেননি। শহরের উপকণ্ঠে থেকেও তারা রয়ে গেছেন আদিম যুগে। শিক্ষার আলো এই জনপদে এখনও পৌঁছেনি।